بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّی علی رسوله الکریم   وعلی عبده المسیح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 ই অক্টোবর, 2016 6 ইখা, 1395 হিজরী শামসী 4 মহররম 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ্‌। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পর পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদাবলীর আগমণ ধারা শুরু হইয়া যাওয়া আমার সত্যতার জন্য একটি নিদর্শন

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন খোদার কোন রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়-ঐ মিথ্যা প্রতিপন্ন কোন বিশেষ জাতির করুক বা পৃথিবীর কোন অংশের লোকেরা করুন না কেন-তখন খোদা তা'লার আত্মাভিমান সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করে এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে বিপদাবলী অবতীর্ণ হয়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

প্রশ্ন (৫) : জনাবে আলী বিভিন্নভাবে অনেক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার দরুন পৃথিবীতে শাস্তি অবতীর্ণ হয় না; বরং ঔদ্ধত্য, দুষ্টামী ও নবীগণকে বিদ্রুপ করার দরুন শাস্তি অবতীর্ণ হয়। এখন সানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে যে ভূমিকম্প আসিয়াছে জনাবে আলী নিজের সত্যায়নের ব্যাপারে উহাকে নিদর্শনরূপে আখ্যায়িত করিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারি না যে, এই সকল ভূমিকম্প আপনাকে অস্বীকার করার দরুন কীভাবে আসিয়াছে।

উত্তর:

আমি কখনো বলি নাই যে, সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য স্থানে যে ভূমিকম্প আসিয়াছে তাহা কেবলমাত্র আমাকে অস্বীকার করার দরুন আসিয়াছে এবং অন্য কোন কারণে নহে। হ্যাঁ, আমি বলিতেছি যে, আমাকে অস্বীকার করায় এ সকল ভূমিকম্প আসার কারণ হইয়াছে। ব্যাপারটি এই যে, খোদা তা'লার সকল নবী এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্‌র বিধান সর্বদা একইভাবে কার্যকর-যখন জগদ্বাসী সব ধরণের পাপ করে এবং তাহাদের অনেক পাপ একত্রিত হইয়া যায় তখন ঐ যুগে খোদা তা'লার পক্ষ হইতে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমণ করেন। যখন জগতের কোন একটি অংশ তাঁহাকে অস্বীকার করে তখন তাঁহার আগমণ ঐ সকল দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি কারণ হইয়া যায়, যাহারা পূর্বেই অপরাধী হইয়া গিয়াছে। যে-সকল লোক তাহাদের অতীত পাপের জন্য এই বিষয়টি অবগত হওয়া আবশ্যক নহে যে, এই যুগে খোদার পক্ষ হইতে কোন নবী বা রসূল মজুদ আছেন কিনা, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১৬) [অর্থঃ এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনো আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই-অনুবাদক]। অতএব ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে চাহি নাই যে, আমাকে অস্বীকার করা ঐ সকল ভূমিকম্পের কারণ হইতে পারে। আদিকাল হইতে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য স্থানের যে- সকল অধিবাসী মরিয়াছে, যদিও তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণ ছিল তাহাদের অতীতের পাপ, তথাপি তাহাদের বিনাশকারী এই সকল ভূমিকম্প আমার সত্যতার একটি নিদর্শন ছিল। কেননা, আল্লাহ্‌র আদি বিধান অনুযায়ী দুষ্ট লোকদিগকে কোন রসূলের আগমণের সময় বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত এই কারণে যে, আমি বারাহীনে আহমদীয়া এবং আমার আরো অনেক পুস্তকে এই সংবাদ দিয়াছিলাম যে, আমার যুগে পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ ভূমিকম্প আসিবে এবং অন্যান্য বিপদও আসিবে এবং তাহাতে পৃথিবীর বিরাট অংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পর পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদাবলীর আগমণ ধারা শুরু হইয়া যাওয়া আমার সত্যতার জন্য একটি নিদর্শন? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার রসূলকে পৃথিবীর যে কোন অংশে অস্বীকার করা হউক না কেন এই অস্বীকারের সময় অন্যান্য অপরাধীদিগকেও পাকড়াও করা হয়, যাহারা অন্যান্য দেশের বাসিন্দা এবং যাহারা এই রসূল সম্পর্কে অবগতও নহে। উদাহরণ স্বরূপ, নুহের যুগে এইরূপ হইয়াছিল। একটি জাতির অস্বীকারের ফলে পৃথিবীর একটি বড় অংশে শাস্তি নামিয়া আসিয়াছিল; বরং পশু-পাখীও এই শাস্তির আওতার বাহিরে ছিল না।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারি আছে যে, যখন কোন সত্যবাদীকে সীমাতিরিক্তভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় বা তাঁহাকে উত্যক্ত করা হয় তখন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের বিপদ আসে। খোদা তা'লার সকল গ্রন্থে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে এবং কোরআন শরীফও এই কথাই বলে। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত মূসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলে মিশর দেশে বিভিন্ন ধরণের বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল। বৃষ্টির ন্যায় উকুন বর্ষিত হইয়াছিল, ব্যাঙ বর্ষিত হইয়াছিল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অথচ মিশর দেশের দূর-দূরান্তের অধিবাসীরা হযরত সম্পর্কে অবহিতও ছিল না এবং না ইহাতে তাহাদের কোন পাপ ছিল। কেবল ইহাই নহে। বরং সকল মিশরবাসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা গিয়াছিল। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফেরাউন এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কেবল যাহারা অনবহিত ছিল তাহারাই প্রথমে মরিয়াছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে যাহারা হযরত ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের কোন ক্ষতিই সাধিত হয় নাই। তাহারা আরামে জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পরে যখন ঐ শতাব্দী শেষ হওয়ার পথে ছিল তখন রোমা সম্রাট টাইটাসের হাতে হাজার হাজার ইহুদী নিহত হইয়াছিল এবং প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই শাস্তি কেবল হযরত ঈসার দরুন দেওয়া হইয়াছিল।

এই ভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুর্ভিক্ষে গরীবরাই মারা গিয়াছিল। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও দুঃখদানকারী বড় বড় সর্দারেরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মোদ্দাকথা, আল্লাহর বিধান এইভাবে জারি যে, যখন কেহ খোদার তরফ হইতে আগমণ করে এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা হয় তখন বিভিন্ন ধরণের বিপদ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে অধিকাংশ

এরপর আটের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জাপান পরিভ্রমণ ২১ নভেম্বর, ২০১৫ সন

ইউনাভার্সিটির অধ্যাপক, হাইস্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রদের সাথে এর হুযুর আনোয়ার (আঃ)- এর সাক্ষাত এবং প্রশ্নোত্তর সভা।

* হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। দুটি ইউনিভার্সিটির মোট ছয় জন অধ্যাপক , একজন হাইস্কুলের শিক্ষক এবং ইউনিভার্সিটির দশ জন ছাত্র হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এদের সকলকেই অধ্যাপক, গবেষক, স্কলার এবং ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ-পন্ডিত হিসেবে ধরা হয়। তারা সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন।

অধ্যাপক মহাশয়গণ নিবেদন করেন যে, আমরা এখানে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছি। এখানে এসে আমরা খুবই আনন্দিত, খুবই দৃষ্টি-নন্দন মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

* একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, আপনি, “Aichi Prefecture” এলাকায় নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই অঞ্চলে মসজিদের নির্মানের বিশেষ কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গার সন্ধানে ছিলাম। আমরা নাগোয়া শহরে জায়গায় খুঁজছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই জায়গা পেয়ে গিয়েছি এবং আমরা তা ক্রয় করে ফেলি। আমাদের এমন কোন বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না যে এলাকেতেই জায়গা ক্রয় করতে হবে।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আঁ হযরত (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলাম কেবল নাম সর্বস্বই অবশিষ্ট থাকবে। মানুষ ইসলামের শিক্ষাকে ভুলে যাবে এবং এগুলি মেনে চলবে না। যখন এমন সময় উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের হিদায়তের জন্য মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদীকে আবির্ভূত করবেন। আমরা বিশ্বাস রাখি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই মসীহ আগমণ করেছেন যার দ্বারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাজ নির্ধারিত ছিল। আমাদের নিকট হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-ই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী।

আমাদের বিশ্বাস, আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর আঁ হযরত (সাঃ)-এর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। সুতরাং, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আঁ হযরত (সাঃ) এর কাজকে এগিয়ে নিসে গেছেন। তিনি (আঃ) মানুষকে ইসলামে প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেছেন। কুরান করীমের শিক্ষার প্রচার করেছনে এবং ইসলামের দিকে আরোপিত ভ্রান্ত শিক্ষাবলীর সংশোধন করেছেন যেগুলি প্রচলতি হয়ে গিয়েছিল।

হুযুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার সূচনা হয় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক একটি গ্রাম থেকে। প্রারম্ভিকভাবে জামাত ভারতে বিস্তার লাভ করে। এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে পৌঁছায়। ১৯১৩ সালে যুক্তরাজ্যে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে আফ্রিকায় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে জাপানে ১৯৩৫ সালে আমাদের প্রথম মুবাল্লিগ আসেন। আমেরিকায় ১৯২০-২১ সালে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এবছর মরিশাসে জামাত প্রতিষ্ঠার একশত বছর পূর্ণ হয়। সেখানকার জামাত প্রতিষ্ঠার একশত বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছে।

হুযুর আনোয়র বলেন, এই ভাবে আমরা শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করছি এবং এই মূহুর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের মিশন এবং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত আছে।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। আমাদের কাজ হল প্রচার করে যাওয়া। আমরা প্রচার করি এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দিই এই মর্মে যে তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত কর এবং তাঁর প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান কর। প্রত্যেক মানুষ যেন অপর জনের অধিকার প্রদান করে। পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। মানবজাতির সেবা কর, সহায়তা করা একে অপরের অধিকার আদায় কর এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান হও। এই বাণীই আমরা সর্বত্র প্রচার করি। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা আফ্রিকাতেও কাজ করছি। আফ্রিকার দরিদ্র এলাকাতে আমরা হাসপাতাল স্থাপন করেছি, স্কুল খুলেছি-যেখানে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদান করে থাকি। দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়ে থাকি। চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুবিধা ছাড়াও জনকল্যাণমূলক আরও অনেক কাজ চলছে। বর্তমানে আমরা সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি এবং আরও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চাহিদাও পুরণ করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা দুই প্রকারের কাজ করছি। এক, মানুষ যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করে এবং তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। দ্বিতীয়, প্রত্যেক মানুষ যেন অপরজনকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করে। পরস্পরের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হয় এবং সহযোগী হিসেবে মানব সেবার কাজ করে।

* একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, প্যারিসে যে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা হয়েছে সে বিষয়ে হুযুরের অভিমত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এই হামলকারীরা অত্যাচারী। ইসলাম এই ধরণের বর্বরতার অনুমতি দেয় না। কুরান করীম ঘোষণা করে যে, অকারণে কাউকে হত্যা করা, কারো প্রাণ হরণ করা সারা মানবতাকে হত্যা করার নামান্তর। ইসলামের নামে এই যে হত্যালীলা সংঘটিত হচ্ছে-এটি কোনক্রমেই ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। সম্প্রতি মালির ‘বামাকো’তেও এমনই সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেছে যা সম্পূর্ণ অন্যায়।

একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, আপনারা কি পাঁচটি নামাজ এক দিনে পড়েন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা মুসলমান। আমরা এমনটি করি। এই কারণেই তো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যায়।

হুযুর বলেন, আমরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, সেগুলির সময় হল- একটি নামায সকালে সূর্যোদয়ের কিছুকাল পূর্বে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় নামায দুপুরে হয়ে থাকে। আরেকটি দুপুর পার করে কিছুক্ষণ পরে হয়ে থাকে। একটি নামায সূর্যাস্তের পর হয়ে থাকে। এবং পঞ্চম নামাযটি সূর্যাস্তের দেড় ঘন্টা পর রাত্রিকালে হয়ে থাকে। আল্লাহর ফজলে আমরা পাঁচটি নামায পড়ে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষ মক্কা যায় হজ্জ পালন করতে। আমাদেরকে বলা হয় যে আমরা মুসলমান নই, এই কারণে আমরা হজ্জে যেতে পারি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে সুযোগ পায় সেই মক্কা গিয়ে হজ্জ পালন করে আসে। আমাদের প্রথম খলীফাও হজ্জ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফাও হজ্জ করেছিলেন। অনেক আহমদী হজ্জ করে থাকেন। আমি সুযোগ পাই নি। যখনই সুযোগ পাব, ইনশাল্লাহ হজ্জে যাব।

একজন প্রফেসর প্রশ্ন করেন মুসলমানরা কি শুকুর ভক্ষন করে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম শুকুরকে অবৈধ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এটি ভক্ষন করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু কুরান করীমে একথাও লিখা আছে যে, যদি অনাহারের কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা হয় এবং আপনার কাছে আহারের জন্য অন্য কিছু নেই, এমন পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার্থে একটি সীমা পর্যন্ত ভক্ষন করা যেতে পারে যাতে সে প্রাণে বাঁচে। ইসলামী শিক্ষা এতটা কঠোর নয়।

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত আহমদীয়া জার্মানী আজ থেকে তিন দিনের জন্য নিজেদের জলসা সালানা আয়োজনের তৌফিক লাভ করছে। আর এই জুমুআর সাথেই জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে এই জলসা আরম্ভ করেছিলেন আর এর উদ্দেশ্য ছিল জামাতের সদস্যদের সংশোধন করা। এর উদ্দেশ্য ছিল খোদা তা'লার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে উন্নতি করা, পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নেওয়া, জাগতিক চাহিদা এবং বৃথা কার্য কলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা, ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করার প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনা করা এবং সেটিকে নিজেদের সমস্ত দক্ষতা ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে পূর্ণ করা, পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বন্ধনকে উন্নত করা। অতএব পূর্ববর্তীরা যথাযথভাবেই এই কাজ করে গেছেন। কাদিয়ানের সেই ক্ষুদ্র গ্রামের জলসায় আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত প্রদান করেছেন যে, আজ সেই একই রীতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এসব জলসারও সেই একই উদ্দেশ্য যা কাদিয়ানের সেই জলসার ছিল বলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে আমি যার উল্লেখ করেছি।

পরিবেশ যতই পবিত্র হোক না কেন সর্বদা শয়তানের হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য মানুষকে দোয়া করতে থাকা উচিত আর সতর্কতার সাথে এর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা হজ্জ পালনকারীদের যে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হজ্জের সময় পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যে নীতি বর্ণনা করেছেন মানুষ যদি আমাদের জলসা সমূহেও এই চিন্তা চেতনা নিয়ে আগমন করে তাহলে অসাধারণভাবে সংশোধন হতে পারে।

আল্লাহ্ না করুক,আমরা এটি বলি না যে, জলসা হজ্জের মর্যাদা রাখে অথবা এখন যেভাবে কতিপয় অ-আহমদী আমাদের ওপর এই আপত্তি করতে আরম্ভ করেছে যে, আমরা যেহেতু কাদিয়ান যাই তাই এটিকে আমরা হজ্জের মর্যাদা দান করি। এটি সঠিক নয়। কিন্তু ধর্মীয় উন্নতি লাভের জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য এটি একটি ভিত্তি স্বরূপ যা আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে, যেখানে বড় বড় সমাবেশ হয় সেখানে এসব বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখ। আর ধর্মীয় উন্নতির জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য আমরা যেসব জলসায় একত্রিত হই সেখানে এসব বিষয়ের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে আমাদের সংশোধনের মান উন্নত হবে। জলসা যদিও কোন ইবাদত নয় কিন্তু এটি অবশ্যই একটি ট্রেনিং ক্যাম্প যা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। আমরা যেন নিজেদের সংশোধনের সুযোগ লাভ করি, নিজেদের নফসের যেন সংশোধন হয়, বৃথা কার্যকলাপ থেকে যেন বেঁচে চলি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর আদেশাবলী পূর্ণ আনুগত্যের সাথে মেনে চলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর নিজ ভাইদের সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বিশেষ সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠিত হয় আর সকল প্রকার স্বার্থপরতা এবং বিবাদের যেন অবসান হয়।

আমাদের জলসায় আগমনকারীদের মাঝে এই দিনগুলোতে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া উচিত যেন শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয় বরং পরবর্তীতেও আমাদের সাথে যারা ওঠাবসা করে তারা যেন সর্বদা বৃথা বিষয়াদি থেকে দূরে থাকে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর কালসারবেতে প্রদত্ত ২ রা শে সেপ্টেম্বর , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (২ তাবুক,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত আহমদীয়া জার্মানী আজ থেকে তিন দিনের জন্য নিজেদের জলসা সালানা আয়োজনের তৌফিক লাভ করছে। আর এই জুমুআর সাথেই জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জামাতের সদস্যদের সংশোধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসা সালানার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, এ বছর সেই প্রথম জলসার ১২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই জলসা যা কাদিয়ানের ক্ষুদ্র বসতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর মসজিদের এক অংশে ৭৫ জন সদস্য নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সংশোধন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হয়ে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীতে প্রচার করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজ আমরা তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাজ এবং তাদের নিয়্যতে এমন বরকত প্রদান করেছেন যে, এখানে জার্মানীতে যে সমস্ত বড় বড় হল এবং কমপ্লেক্স রয়েছে, বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত একটি সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সে আজ আহমদীয়া জামাত নিজেদের জলসার অনুষ্ঠান করছে। আর এত বিশাল বিল্ডিং হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রয়োজনাদির জন্য বাইরে খোলা জায়গায় মার্কি, তাবু ইত্যাদি লাগানো হয়েছে। জাগতিক উপকরণ সমূহের দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আজও আমাদের পক্ষে এত বিশাল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জামাতের অর্থে বরকত প্রদান করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এখানে জলসা করার তৌফিক প্রদান করছেন। [হলঘরে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: পেছন থেকে প্রতিধ্বনি আসছে, জলসাগাহ্র ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তারা দেখুন যে, আওয়াজ শেষ পর্যন্ত ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা।] আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে এই

জলসা আরম্ভ করেছিলেন আর এর উদ্দেশ্য ছিল জামাতের সদস্যদের সংশোধন করা। এর উদ্দেশ্য ছিল খোদা তা'লার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে উন্নতি করা, পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নেওয়া, জাগতিক চাহিদা এবং বৃথা কার্য কলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা, ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করার প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনা করা এবং সেটিকে নিজেদের সমস্ত দক্ষতা ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে পূর্ণ করা, পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বন্ধনকে উন্নত করা।

(শাহাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৯)

অতএব পূর্ববর্তীরা যথাযথভাবেই এই কাজ করে গেছেন। কাদিয়ানের সেই ক্ষুদ্র গ্রামের জলসায় আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত প্রদান করেছেন যে, আজ সেই একই রীতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এসব জলসারও সেই একই উদ্দেশ্য যা কাদিয়ানের সেই জলসার ছিল বলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে আমি যার উল্লেখ করেছি।

অতএব আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়ে থাকি তাহলে আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হব। কিন্তু কেউ যদি কোন মেলায় অংশগ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে এসে থাকে বা আমাদের কেউ এসে থাকে তাহলে এটি দুর্ভাগ্য হবে কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হতে বলেছেন আর আমরা একত্রিত হয়েছিও, কিন্তু নেক উদ্দেশ্য অর্জনের পরিবর্তে জাগতিক বিষয়াদিতে রত হয়ে আছি। অতএব এখানে আগমনকারী প্রত্যেক আহমদী যেন এই কথা দৃষ্টিপটে রাখে। তারা যেন এই তিন দিন নিজেদেরকে জাগতিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। এরপরেও জাগতিক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, জাগতিক কার্যাবলীতে রত হওয়া সত্ত্বেও, কেননা এটিও জরুরী বিষয়, জাগতিক কাজকর্ম, আয় উপার্জন, ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও জরুরী কিন্তু তাসত্ত্বেও এখান থেকে সেসব পুণ্য কর্ম অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞা করে যান যা এখানে এসে আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, যেন আমরা খোদা তা'লার কৃপাবারিকে ধারণকারী হতে পারি। এই দিনগুলোতে ফরয এবং নফল ইবাদতের পাশাপাশি যিকরে ইলাহীতেও রত থাকুন। যিকরে ইলাহীর ফলে চিন্তা ধারা পবিত্র থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে আর মানুষ অপবিত্রতা বা পাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে। ইবাদতের উদ্দেশ্যও এটিই। আর যিকরে ইলাহী আবশ্যকীয় ইবাদত সমূহের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে। আর এরপর মানুষ যদি সঠিকভাবে ইবাদত করে থাকে তাহলে এর ফলে যিকরে ইলাহীর প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। অতএব প্রত্যেকের এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা ইসলামে ইবাদতের একটি রুকন বা স্তম্ভ রেখেছেন যদিও তা সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয বা আবশ্যকীয় নয় কিন্তু তাসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর এই দায়িত্ব পালন করে থাকে অর্থাৎ বায়তুল্লাহর হজ্জ পালনের দায়িত্ব। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিছুদিনের মধ্যেই এই দায়িত্ব পালন করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে হজ্জের ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমানদের এটি বলেছেন যে, এই দিনগুলোতে নিজেদের সমস্ত মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ রাখ কেননা এটি ছাড়া হজ্জের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না সেখানে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সমাবেশ হওয়ার কারণে, এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার কারণে অনেক মন্দ দিকও সৃষ্টি হতে পারে। যদিও হজ্জের পরিবেশের কারণে প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, এই পবিত্র পরিবেশের কারণে তার মনে যিকরে ইলাহী, তসবীহ এবং তাহমীদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর ধারণা আসতে পারে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি মনুষ্য প্রকৃতিকে খুব ভালোভাবে জানেন। তিনি এই প্রেক্ষাপটে তিনটি মন্দের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের এগুলো থেকে রক্ষা পেতে হবে। অতএব পরিবেশ যতই পবিত্র হোক না কেন সর্বদা শয়তানের হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য মানুষকে দোয়া করতে থাকা উচিত আর সতর্কতার সাথে এর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা হজ্জ পালনকারীদের যে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো 'রাফাস', তিনি বলেন, প্রথমটি হলো 'রাফাসা'। কাম উদ্দীপক কথাবার্তা তো এর অর্থ করাই হয় কিন্তু সেই সাথে এর অর্থ বাজে কথা বলা, গালি দেওয়া, খারাপ এবং বৃথা কথা বলা, নোংরা গল্প শোনানো, অযথা কথা বলা, খোশগল্প করা, বসে বসে আড্ডা দেওয়া ইত্যাদিও হয়, এগুলো সবই এর অন্তর্ভু ক্ত। অতএব এখানে সুস্পষ্টভাবে সকল প্রকার বৃথা, বেহুদা এবং খোশগল্প করার বৈঠক সমূহ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে কেউ যেন এটি না ভাবে যে, হজ্জে গিয়ে এসব কাজ কে-ইবা করে। প্রত্যেকে যারা হজ্জে যায় তাদের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, সেখানে সে বিশুদ্ধচিত্তে নিজের সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে উৎসর্গ করে থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন হজ্জে যাই তখন এক যুবক আমার সাথে তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফ করার সময় দোয়া করা এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকার পরিবর্তে সে সিনেমার গান গাইছিল। সে ভারত থেকে গিয়েছিল। আমি তাকে বলি, তুমি এটি কি করছ? সে উত্তরে বলে, আমি তো সেসব দোয়ার কিছুই জানি না যা হজ্জে করা হয়। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, কোলকাতায় আমাদের কাপড়ের বড় দোকান রয়েছে। আমাদের বিপরীতে আরো একটি কাপড়ের বড় দোকান রয়েছে আর তারাও বড় ব্যবসায়ী। তাদের মালিকদের মধ্য থেকে একজন হজ্জ করে এসেছে এবং সে দোকানের বোর্ডে নিজের নামের সাথে হাজী শব্দটি লিখে নিয়েছে। এর কারণে মানুষ তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে যে, হাজী সাহেবের দোকান, তাই ভালো জিনিস দিয়ে থাকবেন। তাই আমার পিতা আমাকে বলেন যে, আমি তো হজ্জে যেতে পারি না, অসুস্থতা বা বার্ধক্য যাই কারণ হোক না কেন, তুমি হজ্জে যাও যেন আমরাও নিজেদের বোর্ড লাগাতে পারি। অতএব আমার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা বৃদ্ধির নিয়্যতে হজ্জ পালন করা। সুতরাং এমন উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যখন হজ্জে যেতে পারে তাহলে অন্য কোন ইবাদত বা জলসাতে মানুষের কিরূপ চিন্তা চেতনাই না থাকতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে 'ফুসুক' বা অবাধ্যতা করবে না অর্থাৎ আনুগত্য ও আদেশ পালন থেকে বিরত হবে না। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করতে হবে। পুণ্যের পথ যা তোমরা অবলম্বন করেছ সেটিকে ধরে রাখতে হবে এবং পাপের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে 'জিদাল' অর্থাৎ সকল প্রকার ঝগড়া বিবাদ এবং লড়াই থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে চলতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হজ্জের সময় পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যে নীতি বর্ণনা করেছেন মানুষ যদি আমাদের জলসা সমূহেও এই চিন্তা চেতনা নিয়ে আগমন করে তাহলে অসাধারণভাবে সংশোধন হতে পারে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৬-৫৬৭)

নিশ্চিতভাবে সংশোধনের জন্য তিনি এখানে অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। আমরা এটি বলি না যে, জলসা আল্লাহ্ না করুন হজ্জের মর্যাদা রাখে অথবা এখন যেভাবে কতিপয় অ-আহমদী আমাদের ওপর এই আপত্তি করতে আরম্ভ করেছে যে, আমরা যেহেতু কাদিয়ান যাই তাই এটিকে আমরা হজ্জের মর্যাদা দান করি। এটি সঠিক নয়। কিন্তু ধর্মীয় উন্নতি লাভের জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য এটি একটি ভিত্তি স্বরূপ যা আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে, যেখানে বড় বড় সমাবেশ হয় সেখানে এসব বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখ। আর ধর্মীয় উন্নতির জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য আমরা যেসব জলসায় একত্রিত হই সেখানে এসব বিষয়ের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে আমাদের সংশোধনের মান উন্নত হবে। জলসা যদিও কোন ইবাদত নয় কিন্তু এটি অবশ্যই একটি ট্রেনিং ক্যাম্প যা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছে। এখন আমরা যদি এতে খারাপ কথা বার্তা, গালি দেওয়া, মন্দ এবং বৃথা কথা বলা, গল্প শোনানোর মত কাজ করি তাহলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই জলসায় এসব বিষয় থেকে আমাদের বেঁচে চলতে হবে। আমরা যদি বৃথা বিষয়াদি এবং বৃথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে চলি তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত, নিরাপদ ও পুণ্যের বিস্তারকারী এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এরপর 'ফুসুক' বা অবাধ্যতা যা আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার গুনাহ্ তা থেকেও বাঁচতে হবে। এটি এক জরুরী বিষয় যে, আমরা যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তাই আমরা যেন সবসময় আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের জোঁয়াল নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে রাখি।

অতএব মূল কথা হলো এই যে, কুরআন শরীফের শিক্ষাকে নিজেদের ওপর প্রযোজ্য করে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকারও আদায় করতে হবে আর অন্যান্য আদেশাবলীর ওপরও আমল করতে হবে।

এরপর একটি অবাঞ্ছিত কাজ যা সম্পর্কচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এরপর বছরের পর বছর সম্পর্ক ছিন্ন থাকে এবং বিবাদ চলতে থাকে, এসব থেকেও আত্মরক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। আমরা যেন নিজেদের সংশোধনের সুযোগ লাভ করি, নিজেদের নফসের যেন সংশোধন হয়, বৃথা কার্যকলাপ থেকে যেন বেঁচে চলি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর আদেশাবলী পূর্ণ আনুগত্যের সাথে মেনে চলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর নিজ ভাইদের সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বিশেষ সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠিত হয় আর সকল প্রকার স্বার্থপরতা এবং বিবাদের যেন অবসান হয়।

একবার যখন তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দেখেন যে, মানুষ পরস্পরের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না এবং অনেকের মাঝে স্বার্থপরতা প্রাধান্য পাচ্ছে আর অনেক ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক এবং ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেই বছর জলসাই করেননি।

(শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪)

অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, তাকে এই দিনগুলোতে যেখানে প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও নিজের নফসের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সেখানে নিজের সময় নষ্ট না করে জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতঃ জলসার সমস্ত প্রোগ্রামও শুনতে হবে। প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতায় সংশোধন এবং পুণ্যের কথা পাওয়া যায়। কেউ এটি বলতে পারে না যে, আমরা কিছুই পাইনি বা আমরা অনেক বড় আলেম। যত বড় আলেমই হোন না কেন কোন না কোন কথা অবশ্যই পাওয়া যায় অথবা কমপক্ষে স্মরণ হয়ে যায়। তাই তাদের মনোযোগের সাথে শোনা উচিত। নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার আদায় করুন। আর সেই সাথে হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার অধিকার আদায়ের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা উচিত। এখানে ঝগড়া বিবাদের প্রশ্ন যদিও আসে না যে, ঝগড়া হয় কি হয় না। এই জলসা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য। যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে, এখানে এসে সেই বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবেন-এই জলসা সেই উদ্দেশ্যে নয় বরং যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে তাদের উচিত একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে মীমাংসার মাধ্যমে তা মিটিয়ে ফেলা। নিজেদের আমিত্বকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমি জানি যে, প্রতি বছর জলসায় অনেক পরিবার এবং অনেক লোকের মাঝে কিছু পুরোনো বিষয়াদি নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আর অনেকে পরস্পর ঝগড়া বিবাদেও লিপ্ত হয়। জলসায় যেহেতু সবাই এসে থাকে তাই পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট দুই দলও সামনাসামনি হয়। এখানে সকল আহমদীরই আসতে হয়। আমরা এটি বলতে পারি না যে, সে কেন জলসায় এসেছে এবং সে কেন আসেনি। এসব অসন্তুষ্ট লোকেরা, যাদের মাঝে মহিলা এবং পুরুষ উভয়েই রয়েছে, যখন একে অপরকে দেখে, অর্থাৎ যখন এভাবে তাদের মাঝে পুরোনো ক্ষোভ থাকে আর তারা একে অপরকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করা শুরু করে, তাদের কপালে ভাজ পড়তে আরম্ভ করে। এরপর অনেক সময় অনেকে দূর থেকেই বা রাস্তায় চলার সময় কোন না কোন কটাক্ষ করে এবং ভাব এমন থাকে যে, আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলিনি বরং এমনিতেই বলা হয়েছে অথচ বাস্তবতা হলো তা খোঁচা মারার জন্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলা হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষ যে পূর্বেই ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল সেও রাগের বশে কিছু বলে বসে। অর্থাৎ একটি বৃথা কাজের কারণে প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং অনেক সময় লড়াই-ঝগড়া পর্যন্ত বিষয় পৌঁছে যায়। কারোর যদি নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে পূর্বেই জলসার পরিবেশ থেকে নিজে নিজেই বেরিয়ে যাওয়া তার জন্য উত্তম হবে। জলসায় যেন অংশ গ্রহণ না করে। দু'চার জনই এমন হয়ে থাকে যারা জামাতের দুর্নামের কারণ হয় আর জলসায় এসে জলসার বরকত থেকে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা কি কখনো এটি পছন্দ করবেন যে, একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত মু'মিনরা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নেক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হবে।

আল্লাহ্ তা'লা যখন সফলকামদের বিষয়ে বলেছেন তখন বিগলিত নামাযের পর বৃথা কার্যকলাপ থেকে যারা দূরে থাকে তাদেরও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "নিশ্চয় সেসব মু'মিন সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।"

অতএব এখানে এসেছেন একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য। নামাযে প্রায় সবাই-ই অংশ নেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, বিনয়াবনত নামায আদায় কর, আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আদেশ পালনকারী হয়ে নামায আদায় কর, বাহ্যিক নামায যেন না হয়।

বাজামাত নামাযের একটি উদ্দেশ্য হলো একতা সৃষ্টি করা। যেন এক দেহ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উপস্থিত হয়। আর একইভাবে পরস্পরের আধ্যাত্মিকতা এবং নেকীও যেন পরস্পরের মাঝে প্রবেশ করে এবং ছড়িয়ে যায়। সুতরাং যারা বিনয়াবনত নামায আদায় করবে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হবে তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের মাঝেও পড়বে যারা তাদের সাথে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রভাব তা-ই পড়বে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্য করে যখন এসব নামায পড়া হবে এবং বিনয় থাকবে তখনই এসব হবে। অনেকেই আমাকে লিখেও থাকে যে, জলসার সময় বিনয়াবনত এবং বিগলিত চিত্তের নামায সমূহে তারা এক স্বাদ অনুভব করে। অতএব প্রত্যেকের উচিত এই স্বাদ অনুভবের চেষ্টা করা যেন তারাও সেসব মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা পরিত্রান লাভকারী এবং সফলকাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মুক্তি লাভকারী এবং সফলকামদের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন, যেসব মাধ্যম অবলম্বনের মাধ্যমে প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সফলতা লাভ হয়।

আমি যেসব আয়াত পাঠ করেছি সেগুলো থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। অতএব এদিকেও প্রত্যেক আহমদীর জলসার দিনগুলোতেও এবং পরবর্তীতেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) 'আল্-লাগাভ' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এর মধ্যে সকল জিনিস অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সকল প্রকার মিথ্যা, পাপ, তাশ, জুয়া, খোশ-গল্প করা, কারোর সমালোচনা করা-এইগুলি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। (হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭১)

তিনি তাশ ও জুয়ার উদাহারণ দিয়েছেন, এর কারণে whatsapp-এ প্রেরীত একটি ছবির কথা আমার মনে পড়ছে। অনেক মানুষের ওপর তো নেক পরিবেশ এবং পুণ্য ও পবিত্র স্থান সমূহেরও কোন প্রভাব পড়ে না। হজ্জে গমনকারী এক ব্যক্তির কথা তো আমি উল্লেখ করেছি এবং তার উদাহারণ দিয়েছি। এখন যে ছবির কথা আমি বলছি তা মসজিদে ইতেকাফরত কয়েক ব্যক্তির ছবি ছিল যাতে এমন কিছু লোকও ছিল যারা কুরআন পাঠ করছিল বা অন্য কোন বই, হাদীস ইত্যাদি পাঠ করছিল কিন্তু কিছু লোক এমনও ছিল যারা মসজিদে বসে আছে, মসজিদের পরিবেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং তারা তাশ খেলছিল। যিনি তা প্রেরণ করেছেন তিনি এতে তার comment -ও লিখেছেন যে, এরা মসজিদে নববীতে বসে আছে। অতএব এই হলো অনেকের অবস্থা যারা ইবাদতেও বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে না। কিন্তু তবুও এরা পাকা মুসলমান আর আহমদীরা কাফের। এরা তো আল্লাহ্ তা'লার সাথেও প্রকাশ্য হাসি ঠাট্টা করছে, তাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে। অতএব এসব নমুনা যা আমরা অন্যদের মাঝে দেখে থাকি এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যেন আমাদের মাঝে কখনো এসব দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি না হয়। আর একইসাথে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি আমাদের এই তৌফিক দিয়েছেন যে, আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি যিনি আমাদেরকে বারংবার এসব বৃথা কার্যকলাপ থেকে বেঁচে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।

বৃথা কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিন তারা যারা বৃথা কাজকর্ম ও বৃথা কথাবার্তা এবং বৃথা আচার আচরণ, বৃথা সভা সমাবেশ এবং বৃথা সঙ্গ ও বৃথা সম্পর্কএবং বৃথা উৎসাহ উদ্দীপনা থেকে বিরত থাকে।চ

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে সকল প্রকার বৃথা বিষয়াদির উল্লেখ করেছেন। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে যতগুলো বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলো সবই একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি বৃথা কাজ আরেকটি বৃথা কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, বৃথা কাজ, বৃথা কথা এবং বৃথা আচার আচরণ যাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তারা বৃথা সমাবেশ সমূহে অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে এবং বৃথা লোকদের সঙ্গ, তাদের সাথে মেলামেশা, সম্পর্ক এবং বৃথা উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে হয়ে থাকে। ছোট ছোট কথায় উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, রেগে যাওয়া এসবের ফলেই সৃষ্টি হয়। এখন ইতেকাফে বসে তাশ খেলার উদাহারণ আমি

দিয়েছি, বলতে গেলে তো মসজিদে বসে আছে, ইতেকাফে বসেছে, কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার পরিবর্তে বৃথা বিষয়াদিতে মত্ত হয়ে আছে। এখন তাদের সাথে যারা বসে আছে তারাও এদের মতই হবে। এমন লোকদের সঙ্গও খারাপ করে তা তারা মসজিদেই বসে থাকুক না কেন। কিন্তু আমাদের জলসায় আগমনকারীদের মাঝে এই দিনগুলোতে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া উচিত যেন শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয় বরং পরবর্তীতেও আমাদের সাথে যারা উঠাবসা করে তারা যেন সর্বদা বৃথা বিষয়াদি থেকে দূরে থাকে। এগুলো যেন এমন সমাবেশ হয় যে, তাদের সাথে যারা বসে তাদেরকে কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তারা আল্লাহ্ তা'লার নিকট গ্রহণীয় হয়ে থাকে। আমাদের চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত, আমাদের সত্যতার মান উন্নত হওয়া উচিত যেন আমাদের ব্যবহারিক নমুনা অনদেরও পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারীতে পরিণত করে।

এক জায়গায় আমাদের নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আরো একটি বিষয়ও জরুরী যা আমাদের জামাতের স্মরণ রাখা উচিত, আর তা হলো জিহ্বাকে যেন বৃথা কথাবার্তা থেকে পবিত্র রাখা হয়। তিনি বলেন, জিহ্বা বা মুখ হলো কোন সত্তার দেউড়ি। আর জিহ্বাকে পবিত্র করার ফলে খোদা তা'লা যেন সেই সত্তার দেউড়িতে চলে আসেন। আর খোদা তা'লা যদি কোন দেউড়িতে চলে আসেন তাহলে তাঁর তাতে প্রবেশ করাও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬)

এখন দেউড়ি কি জিনিস। দেউড়ি বলা হয় কোন ঘরের মেইন গেইট বা সদর দরজাকে। যখন খোদা তা'লা আপনার ঘরের নিকটে এসে যান এবং সদর দরজায় এসে যান তাহলে, তিনি বলেন, তাঁর ভিতরে প্রবেশ করা কোন দূরবর্তী বিষয় নয়। কেউ এটি বলতে পারে না যে, তিনি ভিতরে আসবেন না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বৃথা কার্যকলাপ থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং উন্নত চরিত্র প্রদর্শনকারী ও নম্র ভাষীদের নিকটবর্তী হয়ে যান। আর এতটা নিকটতর হয়ে যান যে, যদি পুণ্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে খোদা তা'লা এমন লোকদের ওপর নিজ কৃপা বর্ষণ করতঃ তাদেরকে নিজের করে নেন। আল্লাহ্ তা'লার ঘরে প্রবেশ করার অর্থ এটিই যে, তিনি সেই বান্দাকে আপন করে নেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন আপন করে নেন তখন ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক লাভ হতে থাকে। অতএব নেকীর মাধ্যমেই নেকীর জন্ম হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে।

যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, আমরা এখানে এসেছি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য। আর এটিই যখন উদ্দেশ্য তখন কেবল বক্তৃতা শুনে জ্ঞানগতভাবে লাভবান হয়ে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়ন না করব। আর ব্যবহারিক পরিবর্তনের জন্য যেখানে ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করতে হবে সেখানে উন্নত চরিত্র এবং বৃথা বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করে একে অপরের অধিকারও প্রদান করতে হবে। অতএব এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন আর আমাদের ভুল ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে অন্যদের সামনে আসে না। নতুবা যদি আমাদের প্রত্যেকে নিজেকে যাচাই করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কত শত ভুল রয়েছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান অনুযায়ী কত শত দুর্বলতা আমাদের মাঝে পাওয়া যায়। আর এসব দুর্বলতা জামাত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে দুর্নাম করার কারণ হতে পারে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে এটিও বলেছেন যে, আমাদের পরিচয় দিয়ে আমাদের নামকে দুর্নাম করো না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬) যদি আমাদের ইবাদতের মান ভালো না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুনাম হানির কারণ হব। যদি আমাদের চরিত্র ভালো না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুনাম হানির কারণ হব। যদি আমরা বৃথা বিষয়াদিতে জর্জরিত হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুনাম হানির কারণ হব। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের ওপর রয়েছে। আর এর জন্য আমাদের অনবরত নিজেদেরকে যাচাই করতে থাকা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার নসীহত করতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় সে যেন আমলে সালেহা বা নেক কর্মে উন্নতি করে। তিনি বলেন, এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় এবং আমলের প্রভাব বিশ্বাসের ওপরও পড়ে থাকে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬)

অতএব শুধু এ কথা বলা যে, আমি বিশ্বাসগত দিক থেকে অত্যন্ত পাকা আহমদী, এটি যথেষ্ট নয়। যদি নেক কর্ম না থাকে, উন্নত চরিত্র যদি না থাকে তাহলে ধীরে ধীরে নেক কর্মে দুর্বলতা ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বলতার কারণ হয়ে যায়।

এরপর নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে তিনি বলেন, "নামায বিগলিত চিত্তে আদায় কর এবং অনেক বেশি দোয়া কর।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬)

অতএব এই দিনগুলোতেও এবং সর্বদা নিজেদের নামাযে বিগলন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত যেন খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আর এসব জলসায় অংশগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই যে, আমরা যেন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি করি।

পরস্পর সুসম্পর্ক এবং একে অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন, যেভাবে করুণা, দয়াদ্রতা এবং নম্রতার মাধ্যমে নিজ সন্তানের সাথে ব্যবহার কর একই ব্যবহার পরস্পর নিজ ভাইদের সাথেও কর। তিনি বলেন, যার চরিত্র ভালো নয় আমি তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান কেননা তার মাঝে অহংকারের একটি বীজ রয়েছে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

তিনি বলেন, "অহংকারী অপরের হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। নিজের সহানুভূতি কেবল মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখো না বরং মুসলমান, অমুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। তিনি বলেন, খোদা তা'লা সবার প্রভু। তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রভু নন। তিনি তো সবার প্রভু, তা সে যে-ই হোক, যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। তিনি আরো বলেন, হ্যাঁ মুসলমানদের সাথে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। মানবতার খাতিরে প্রত্যেকের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। আর মুসলমানদের সাথে তা বিশেষভাবে কর। এরপর মুত্তাকী এবং সালেহীনদের প্রতি আরও বিশেষভাবে।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭১) যারা মুত্তাকী এবং সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত তাদের সাথে তো আরো বেশি সম্পর্ক তৈরী হয় এবং তাই হওয়া উচিত।

অতএব এগুলো হলো সেইসব উপদেশ যা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়নকারী সত্তায় পরিণত করতে পারে। আমরা যদি নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি সহানুভূতির স্পৃহা সৃষ্টি করি, আমরা অহংকারকে নিজেদের হৃদয় থেকে বের করতে পারি, নিজ সন্তানদের মতো আমরা একে অপরের সাথে নম্রতা এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করি একমাত্র তবেই সেই সমস্ত ঝগড়া এবং ফাসাদ থেকেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হব যা আমাদেরকে অনেক সময় পরীক্ষায় নিপতিত করে। আর আমি যেভাবে বলেছি এখানে জলসাতেও এমন আচরণ প্রকাশ পায়, আর পুনরায় আমি বলবো যে, আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। আর এই উদ্দেশ্য আমরা তখনই অর্জন করতে পারবো যখন আমরা এক বিশেষ প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হব। অতএব এই দিনগুলোতে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেককে এর তৌফিক দান করুন। জলসার ব্যবস্থাপনার সাথেও পরিপূর্ণ সহযোগিতা করুন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি অনেক সময় প্রবেশদ্বারে চেকিং ইত্যাদিতে সময় ব্যয় হয় তাহলে সেখানেও সহনশীলতার পরিচয় দিন, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করুন। আর এই যে এত সংখ্যায় পুরুষ এবং মহিলা কর্মীরা রয়েছেন, শিশুরা রয়েছে, তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। কার বয়স কত সেটি না দেখে বরং এটি দেখুন যে, তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পালন করতে গিয়ে সে আপনাকে কোন কথা বলছে যা আপনার জন্য পালনীয়। আর তাদের জন্যও অনেক দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন জলসার প্রকৃত কল্যাণ লাভকারী হই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি। (আমীন)

২৮ শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখে জার্মানীর Pfungstadt শহরে জামাতে আহমদীয়ার মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত অতিথিবর্গ ও জামাতের সদস্যগণকে সালাম জানাই।

এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ যে জামাত আহমদীয়া জার্মানি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করছে। এর ফলে ইবাদত করার স্থান পাওয়ার পাশাপাশি জামাতের পরিচিতও ঘটছে, এবং মানুষের মনে জামাত সম্পর্কে যে সব শঙ্কা রয়েছে সেগুলিও দূরীভুত হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ পরিচিতি বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জার্মানির আমীর সাহেব বলেন, এই শহর অভিবাসীদেরকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাদেরকে একীভুত করেছে। নবাগতরাও শহরের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদেরকে এই শহরের সঙ্গে একীভুত করেছে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই একাত্মতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা নবাগতদের সঙ্গে একীভুত না হতে চায়, বরং তাদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায় তবে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন এই দূরত্ব থেকেই যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি শহরের মানুষদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই কারণ বহিরাগতদেরকে এবং বিশেষ করে আহমদীদেরকে নিজেদের সঙ্গে এক করে নিয়েছে। আর আহমদীদেরও এটিই আচরণ হওয়া উচিত যে, যখন স্থানীয় মানুষরা আমাদেরকে তাদের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে একীভুত করে নিয়েছে, তখন আমাদেরও উচিত তাদের সাথে ভাল বন্ধুর মত সম্পর্ক রাখা। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনে আমরা যেন উপকারে আসি।

আমীর সাহেব চ্যারিটির উল্লেখ করে বলেন, চ্যারিটির প্রচুর অর্থ এখানে দেওয়া হয়েছে। এটি এই শহরের মানুষদের উপর কোন অনুগ্রহ নয়। জামাত আহমদীয়ার কাজই হল মানবতার সেবা করা এবং মানুষের উপকারে আসা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ফারসী পঙক্তিতে বলেন, আমার উদ্দেশ্যই হল মানবতার সেবা করা। এই কারনে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত।

যে সকল বক্তা এখানে এসে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে গেলেন তাদের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই আমি এখানে কয়েকটি কথা বলব। আমীর সাহেবের কথার প্রসঙ্গটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি জানান যে এই শহর ১৮৮৬ সালে স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ৮০ -এর দশকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম সেবার গুরু দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন এবং ইসলামকে রক্ষা করতে অজস্র পুস্তক রচনা করেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ১৮৮৯ সালে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব ১৮৮০ -এর দশক জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা কাল হওয়ার পাশাপাশি এই দশকে তিনি এও দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ তা'লা তাঁকে পৃথিবীবাসীকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে এবং ধর্মের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া কদাচার ও পাপাচার দূর করতে প্রেরণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এ কথাও বলন যে, " আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" যে যুগে এই শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল এবং সেই সময় যখন জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, কে ধারণা করতে পেরেছিল যে, জার্মানির এই সদ্যজাত বসতিটিতে আহমদীয়াত পৌঁছে যাবে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষার অনুসারীগণ এখানে পৌঁছাবে। আজকে ১৩০ বছর পর এখানে কেবল সেই লোকগুলিই আসে নি বরং তারা নিজেদের মসজিদও নির্মাণ করছে। "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব" - হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহর এই যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটি পূর্ণতা লাভ করার এটিও একটি নিদর্শন।

মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি? মসজিদ নির্মাণের মূখ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'লার ইবাদত করা এবং সেই খোদার সামনে বিনত হওয়া যিনি সকলের খোদা। আল্লাহ তা'লা কেবল মুসলমানদের আল্লাহ নন। তিনিও ইহুদীদেরও আল্লাহ, খ্রীষ্টানদেরও আল্লাহ এবং হিন্দুদেরও আল্লাহ। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীবাসীকে অবগত করা যে, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল সেই আল্লাহর ইবাদত করা যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীর অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদেরকে প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে হল, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সেবা করা। এটিই হল ইসলামী শিক্ষার সারকথা। প্রথমতঃ খোদার ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবা করা, তাদের অধিকার প্রদান করা। ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, চ্যারিটির অর্থ যে এখানে ব্যয় করা হয়েছে এটি কোন অনুগ্রহ নয় বরং এটি এখানকার মানুষের অধিকার যা আমরা প্রদান করা চেষ্টা করে থাকি।

মেয়র সাহেব এবং এখানকার মানুষদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। মেয়র সাহেব আশঙ্কার বিষয়ে বলছিলেন। এটা ঠিক যে, যদি কোন বিষয় সম্পর্কে জানা না থাকে তবে অনেক সময় আশঙ্কা প্রকাশ পায়। এই আশঙ্কার কারণে এখানকার মানুষ বিরোধীতাও করেছে। কিন্তু সেই বিরোধীতা ক্রমেই দূরীভুত হয়েছে অথবা অধিকাংশ মানুষ সেই বিরোধীতাকে গ্রাহ্য করে নি, বরং মানুষের সঙ্গে জামাতের সুসম্পর্ক, সদাচার এবং একাত্মতাকে সামনে রেখে কাউন্সিল এবং অন্যান্য মানুষেরাও এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত যাদের মনে আশঙ্কা রয়েছে ক্রমশঃ তা দূর হয়ে যাবে। বিশেষ করে যখন মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তারা জেনে যাবে যে, মসজিদ তৈরী হওয়াতে কোন ক্ষতি হয় নি বরং উপকারই হয়েছে। আহমদীরা এমন একটি জায়গা পেয়েছে যেখান থেকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এখান থেকে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণীর প্রসার ঘটবে। অতএব এই দিক থেকেও আমি এদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেছেন।

আমীর সাহেব এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করেন যে, এটি খুব বড় মসজিদ নয়। আর এর মিনারাগুলি খুব বড় নয়। অতএব লোকেদের এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন কারন নেই। মসজিদ নির্মাণের কারণে যদি কোন চিন্তা করার দরকার হয়, তবে কেউ বিশৃঙ্খলা ছড়াতে চাইলে তার জন্য বড় মসজিদের প্রয়োজন পড়ে না বা ছোট মসজিদ হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি ছোট কামরায় বসেও নাশকতার ষড়যন্ত্র রচনা করতে পারে। বড় মসজিদ হওয়া বা না হওয়া তাদের একাজে কোন বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। আমার ধারণা মতে যদি এখানে বড় আকারে মসজিদ নির্মাণ হলে ব্যাপকহারে প্রেম,প্রীতি ও ভালবাসার দৃশ্য চোখে পড়ত। এই কারণে আমি আশা করি, আমীর সাহেবের এই মন্তব্যের কারণে আপনাদের মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় নি যে ছোট মসজিদ প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার প্রসার ঘটায় আর বড় মসজিদ অরাজকতার মূল। জামাতে আহমদীয়ার মসজিদ যত বড় হবে তদনুরূপ মানুষের কাছে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার বাণী আমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছাবে।

মেয়র সাহেব নিজের কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন। মানুষ হওয়ার সুবাদে আমরা নিশ্চয় সকলে এক ও অভিন্ন। ইসলামও এই শিক্ষাই দেয়। তিনি উদারভাবে বলেন যে, সমস্ত ধর্মের অধিকার আছে। ইসলামও এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর নিজস্ব অধিকার আছে এবং ধর্মের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। কাউকে জোরপূর্বক কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না এবং কাউকে জোরপূর্বক কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাধা দেওয়া যায় না। কুরআন করীম ঘোষণা দিয়েছে যে, ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই। এটি কুরআন করীমের একটি অত্যন্ত স্পষ্ট আদেশ। অতএব যখন বল প্রয়োগ নেই সেখানে যদি কোন মুসলমান অ-মুসলিমদের ক্ষতি করার কথা বলে তবে তা কুরআন করীমের শিক্ষার পরিপন্থী। বরং কুরআন করীম এতদূর পর্যন্ত ঘোষণা দেয় যে, যদি কেউ মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করে তবে তার জন্য অনুমতি আছে, এক্ষেত্রে কোন বল প্রয়োগ নেই। অতএব ইসলামে ধর্মের মধ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগের কোন স্থান নেই।

অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা যেহেতু এই দেশে একটি জাতি হিসেবে বসবাস করে। তারা সকলে জার্মান জাতি হিসেবে বসবাস করে, তারা বাইরের কোন দেশ থেকে আসুক না কেন এখন তারা জার্মানের নাগরিক। দেশের সেবা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং নাগরিকের প্রতি দেশের অধিকার।

জামাত আহমদীয়া ছাড়াও এখানে নবাগতদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে অন্যান্য মুসলনরাও আসছে। তাদেরকেও আমি একথাই বলব, এই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 6th Oct, 2016 Issue No. 31

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

বিষয়টিকে অনুধাবন করুন যে ইসলামের শিক্ষা হল প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা। ইসলামি শিক্ষার দুটি মৌলিক নীতি রয়েছে। এক, আল্লাহ তা'লাকে ভালবাসা এবং তাঁর অধিকার প্রদান করা। দুই, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকে ভালবাসা এবং তার অধিকার প্রদান করা।

যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অনেক শরণার্থী আসছে। আমি জানি না যে তারা এই শহরে আসছে না কি অন্যত্র, কিন্তু যাইহোক এদেশে অনেকে আসছে। যেহেতু এখানকার প্রশাসন বা এই শহরের বাসিন্দারা শরণার্থীদেরকে এখানে বসবাস করার জায়গা দিয়েছে, তাই এই সকল শরণার্থীদের উচিত এই উত্তম নৈতিক আচরণের প্রতিদান তদনরূপই প্রদান করা। ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসার মাধ্যমে দিন, এবং নিজেদেরকে এই দেশের অভিন্ন অংশ পরিণত করার চেষ্টা করুন।

প্রাক্তন মেয়র সাহেব যিনি পরে অনুষ্ঠানে আসেন, তিনি বলেন আমি রাজনীতিতে সক্রিয় নই, এই কারণে আমি বক্তব্য রাখতে অসম্মতি জানিয়েছিলাম।

আমি মানবিকতার কারণে এখানে এসেছি। মানবতার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হয়ে থাকে। এই কারণে তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। নতুন মেয়র সাহেব বলেন, পূর্বের মেয়রের যুগে অনেক কাজ হয়েছে। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় তবে তিনি মেয়র থাকাকালীনই মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা পাওয়া যায়। অতএব তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। আমরা আহমদী হিসেবে তাঁকে এবং এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককে আশ্বস্ত করতে চাই যে, মসজিদ ইবাদত এবং ধর্মীয় আদেশাবলী পালন করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। কে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করা উচিত। এখানে বসবাসকারী আহমদীদেরকেও বোঝা উচিত যে, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ রাজনীতির ঊর্ধে হওয়া উচিত। পূর্বের মেয়র এখন মেয়র না থাকলেও তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ । তাঁর এই অনুগ্রহকে আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, তাঁর সময়েই আমরা মসজিদের জন্য জমি পেয়েছিলাম। নতুন মেয়রের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি তাঁর পূর্বের মেয়রের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন। এই সমস্ত কারণে আমরা উভয়ের প্রতিই কৃতজ্ঞ।

প্রাক্তন মেয়র সাহেব বলেন, শহরের বাইরে জমি পাওয়ায় চিন্তার কোন কারণ নেই। আমার কাছে জায়গাটি খুবই দৃষ্টিনন্দন লাগছে। সবুজে ঘেরা একটি মনোরম পরিবেশে আরও একটি সুন্দর অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াবে যেখান থেকে প্রেম ও প্রীতির বাণী ধ্বনিত হবে। যেখানে আগমণকারীরা ভালবাসা বিনিময় করবে। ফসলের একটি উপকার আছে আবার বাগিচারও উপকার আছে। মসজিদও একটি ফসল এবং এমন একটি স্থান যেখান থেকে এমন সব চারা লালিত পালিত হয় যাতে ভালবাসার ফল ধরে এবং আশপাশের মানুষ সেগুলি থেকে লাভবান হয়। আমি আশা করি এই মসজিদটি তৈরি হওয়ার পর এই জিনিসটি এখানকার মানুষ প্রত্যক্ষ করবেন। ইনশাল্লাহ॥

শহর থেকে দূরত্বের বিষয়টি তেমন পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। আমার স্মরণে আছে, আমাদের ইতিহাসে লেখা আছে যে, মসজিদ ফযল লন্ডনের জন্য যখন জায়গা পাওয়া গেল তখন এটি লন্ডন শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। জায়গাটি জঙ্গলময় ছিল। সেই সময় সেখানকার যিনি ইমাম এবং আমাদের মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কে পত্রে লেখেন, " সরকার আমাদেরকে মসজিদের জন্য জায়গা দিয়েছে, কিন্তু তা শহর থেকে অনেক দূরে। এখানে কে আসবে? " হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তাঁকে উত্তরে লেখেন, তুমি চিন্তা কোর না। শহর নিজেই এখানে চলে আসবে। আজকে আমরা দেখি যে, লন্ডনের যেস্থানে আমাদের মসজিদটি অবস্থিত সেটি প্রায় প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্ররূপে বিরাজ করছে। অতএব আমি আশা করি, এই মসজিদটিও শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। ইনশাল্লাহ ॥

তিনি আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন, একটি অবধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসীর অর্থ হল যেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ও কলহ বিরাজ করে। এটি একদম সঠিক। নবাগত মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নামের দুর্নাম করেছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আল্লাহ্‌র উপর কারোর একছত্র অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র নামকে মোনোপোলাইয (এককেন্দ্রীকরণ) করা যায় না। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম আছে। আল্লাহ, খোদা, গড, ভগবান ইত্যাদি নাম মানুষ রেখেছে।

কুরআন করীমে প্রথম সূরাতেই আল্লাহ তা'লাকে 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভু-প্রতিপালক) বলা হয়েছে। আল্লাহ্ হলেন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি ইহুদীদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি খ্রীষ্টানদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি মুসলমানদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। তিনি হিন্দুদেরও প্রতিপালক ও আল্লাহ। অতএব আমাদেরকে কুরআন করীমের প্রথম সূরাতেই এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, সেই 'রব'-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীর প্রভু-প্রতিপালক। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি এখানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি মুখরিত হয় অথবা জামাত আহমদীয়া আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারন করে, তবে একথা মনে করবেন না যে, কোন বিপ্লব সাধনের জন্য বা ভিনধর্মীদেরকে হত্যা করার জন্য এই 'নারা' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই 'নারা' ধ্বনিত হয় তখন এর অর্থ হল তোমরা যেমন আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করছ, তদনুরূপ বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য পূর্বের চায়তে বেশি নিজেদেরকে পেশ কর। অতএব এটিই হল আমাদের শিক্ষার সারতত্ত্ব এবং এটিই ইসলামী শিক্ষা।

আল্লাহ করুক যেন, এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পরও এখানকার আহমদীরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিক অর্থে পালন করতে সক্ষম হয় এবং মসজিদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলে। মানুষ যেন দেখতে পায় যে, এখানে আহমদীরা পূর্বেই ভালবাসা প্রকাশ করে এসেছে, এখন এদেরকে মসজিদ দেওয়ার পর এক্ষেত্রে আরও উন্নতি করছে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। এখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে এবং সেখানে দোয়া হবে। ইনশাল্লাহ। আস্‌সালামো আলাইকুম।

একের পাতার পর......

ক্ষেত্রে এইরূপ লোকেরাও পাকড়াও হয়, যাহাদের এই অস্বীকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব ধীরে ধীরে কাফেরদের নেতাদিগকে পাকড়াও করা হয় এবং সর্বশেষে বড় পাপিষ্ঠদের পালা আসে। হইার প্রতি আল্লহ ত'লা এই আয়াতে ইঙ্গিত করেন- أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (সূরা আর্ রা'দ, আয়াত-৪২) অর্থাৎ আমি ধীরে ধীরে যমীনের দিকে আসিতে থাকি। আমার এই বর্ণনায় কোন ঐ সকল নির্বোধের আপত্তির উত্তর আছে, যাহারা বলে কাফের ফতোয়া তো মৌলবীরা দিয়াছিল। কিন্তু প্লেগে মারা গেল গরীব লোকেরা এবং কাংড়া ও ভাগচুর পাহাড়ী এলাকার শত শত লোক ভূমিকম্পে বিনাশ হইয়া গেল। তাহাদের কি অপরাধ ছিল? তাহারা কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল? অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন খোদার কোন রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়-ঐ মিথ্যা প্রতিপন্ন কোন বিশেষ জাতির করুক বা পৃথিবীর কোন অংশের লোকেরা করুন না কেন- তখন খোদা তা'লার আত্মাভিমান সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করে এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে বিপদাবলী অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ সময় এইরূপ হয় যে, প্রকৃত অপরাধী, যে ফাসাদের গোড়া, তাকে পরবর্তী সময়ে পাকড়াও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ হযরত মূসা ফেরাউনের সামনে কিছু ভয়ঙ্কর নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। ফেরাউনের কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং কেবল গরীবরা মারা গিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে খোদা ফেরাউনকে তাহার বাহিনীসহ ডুবাইয়া দিলেন। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান, যাহা কোন ওয়াকেবহাল ব্যাক্তি অস্বীকার করিতে পারে না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir